কাছিম উড়ে আকাশে

আবুল ফজল শামসুজ্জামান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম – ঢাকা

কাছিম উড়ে আকাশে

আবুল ফজল শামসুজ্জামান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

কাছিম উড়ে আকাশে

শিশু-কিশোর গল্পগ্রন্থ

প্রকাশক

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকালঃ জানুয়ারী ২০০১

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণেঃ

সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস

মূল্য ঃ ১৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

৭২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

KACHIM ORAY AKASHAY (Short Story Book for Children) By : Abdul Fazal Shamsuzzaman, Published by: Muhammad Nur Ullah, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 15.00 US $ 1/-

ISBN NO. 984-493-064-2

www.pathagar.com

উৎসর্গঃ

নঈম, নাদিয়া, মুন্নী, নেহাল,
সোহেল, পরী, কণা, তমাল,
এবং টিনা, টিয়া, টুসী

www.pathagar.com

সরকার বাড়ির পুকুরে আগে অনেক মাছ থাকত। নানা বয়সের নানা আকারের অনেক ব্যাঙ আর কাছিমও থাকত।

সারা বছর পানি থাকত পুকুরটায়। গ্রীষ্মকালে পানি কমে গেলেও একদম শুকাতো না। বর্ষা শুরু হলে আবার কানায় কানায় ভরে যেত পুকুর।

www.pathagar.com

বৃষ্টির সময় ব্যাঙেরা আনন্দে ঘ্যাগর ঘ্যাগর করে গান গাইতো। কাছিমরা গলা লম্বা করে বৃষ্টির পানি খেত।

সরকার বাড়ির ছেলে কামাল জামাল দামাল বড়শি দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরত। পুকুরের পানিতে তারা গোসল করত, সাঁতার কাটত।

গ্রামের বৌ ঝিরাও গোসল করতে আসত। তারা বলত, বড় বাড়ির বড় পুকুর। পুকুরের চার পাড়ে অনেক ফলের গাছ ছিল। কুল, কলা, আম, জাম, পেয়ারা, সুপারি ইত্যাদি। যেমন বড় তেমন সুন্দর ছিল পুকুরটা।

সরকার বাড়ির এখন আর সে অবস্থা নেই। পুকুরেরও আগের চেহারা নেই। বাড়িটা এখন পোড়ো বাড়ি মনে হয়।

সরকার সাহেব বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে সায়ীদ আইন পাশ করে শহরে চলে যান। তাঁর নাতি কামাল জামাল দামাল লেখাপড়া শেষ করে চাকরি নিয়ে ঢাকা বা বাইরে চলে যায়।

বুড়ো চাকর আবদুল বাড়িতে থাকে, বাড়ি পাহারা দেয়। বাড়ি বা পুকুরের যত্ন নেবার কেউ নেই। আগে প্রায় প্রতি বছর পুকুর কাটানো হত। সংস্কারের অভাবে এখন পুকুরটা ভরে গেছে। এখন কেউ বিশ্বাস করবে না একদা এখানে একটা বড় পুকুর ছিল।

পুকুর আর পুকুর নেই। ডোবাও বলা চলে না। এক খন্ড নিচু জায়গা মনে হয়। খটখটে শুকনো জায়গাটা। শুধু বর্ষার কয়েক মাস হাটু পানি থাকে। সেখানে মাছ থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

ব্যাঙেরা কবে অন্যস্থানে চলে গেছে। কাছিমরাও নদী নালার খোঁজে সরে পড়েছে। শুধু একটা কাছিম এখনো যায়নি। খুব বুড়ো কাছিমটা। তার গলার চোখের চারদিকের চামড়া কুঁচকে গেছে। তার চালচলন মন্থর, চোখের দৃষ্টি ফিকে।

www.pathagar.com

আম গাছের নিচে গর্ত করে চুপচাপ পড়ে থাকে কাছিমটা। কি খেয়ে যে বেঁচে আছে, সেই জানে। তার দলের অন্য কাছিমরা তাকে অনেক বুঝিয়েছিল।

ঃ পানি নেই, খাবার নেই, কোন সুখে তুমি এখানে থাকবে?

ঃ আমি বুড়ো হয়েছি। সারা জীবন যেখানে কাটালাম, বাকি কয়টা বছর সেখানেই থাকতে চাই। বুড়ো কাছিম বলেছিল।

www.pathagar.com

ঃ কিন্তু খাবে কি? ওরা জিজ্ঞেস করেছিল।

ঃ চলে যাবে কোন ভাবে।

বুড়োর উদাসীন ভাব দেখে তরুণ কাছিমরা বিরক্ত হয়। তারা চলে যায় পানি আছে এমন জায়গায়।

বুড়ো কাছিমের এখন অনুতাপ হয়। সবার সংগে তারও চলে যাওয়া উচিত ছিল। অনেক কষ্টে আহার যোগাড় করতে হয় তাকে। একাকী থাকতেই সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগে।

মাঝে মাঝে ভাবে কাছিম, অন্যদের খোঁজে যাবে নাকি? কাছাকাছি কোন বিলে বা নদীতে হয়ত তাদের পাওয়া যাবে। কিন্তু লজ্জা হয়। অভিমানও হয়। কেউ তো তার খবর নিল না। তাই সেখানেই পড়ে আছে সে।

পুকুরে পানি নেই, বাড়িতে লোক নেই, পাড়াপড়শীরা তাই এদিকে আসে না।

পুকুরটায় যখন পানি ছিল, কত মেয়ে বৌ আসত গোসল করতে। তারা হাসি তামাশা করত, সাঁতার কাটত, পানিতে ঢেউ তুলত। তাদের হৈচৈ দেখে রাগ হত, আবার ভালও লাগত।

সরকার বাড়িতে অনেক হাঁস ছিল। সারাদিন সারি বেঁধে হাঁসগুলি পানিতে ভেসে বেড়াত, প্যাঁক প্যাঁক করত, ডুব দিয়ে আধার ধরত।

গর্তের ভেতর থেকে গলা বের করে অতীতের সেই পুকুর খোঁজে বুড়ো কাছিম। আর সেসব সুখের দিনের কথা ভাবে।

কোন কিছুর শব্দ পেলে গর্ত থেকে বাইরে আসে কাছিম। নয়ত গলা লম্বা করে দেখে কি হয়েছে। বড় একাকী মনে হয় তার। কুকুর শেয়ালও এদিকে দেখা যায় না। আম পেয়ারা বড় হলে দু'চারজন ছেলেমেয়ের দর্শন মেলে।

www.pathagar.com

হঠাৎ সেদিন আকাশে কিসের শব্দ শুনে বুড়ো কাছিম বাইরে আসে। রোদে ঝলমল দিন। আকাশ বেশ নীল।

গলা লম্বা করে আকাশের দিকে তাকায় কাছিম। কয়েকটা চিল। আগে যখন পুকুরে মাছ থাকত, ব্যাঙ থাকত, তখন চিল আসত। ছোঁ মেরে মাছ ধরত। ব্যাঙের ছা ধরে নিয়ে যেত।

অনেক দিন পর এখানে চিল দেখে অবাক হয় কাছিম। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছে। নিচু জায়গায় কিছু পানি জমেছে। পানি দেখে কি চিলেরা মাছের কথা ভাবছে?

www.pathagar.com

চিলের দিকে চেয়ে থাকে কাছিম। আকাশে কেমন সহজে ওরা উড়ছে। একবার নিচে আসছে, আবার উপরে উঠছে। কি মজা ওদের। অল্প সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে ওরা। খাবারের খোঁজে কত স্থানে ঘুরে বেড়ায়। কত কি দেখতে পায়।

সে যদি চিল হত। ভাবে কাছিম। তা হলে কি এই গর্তের মধ্যে একাকী পচে মরত। অন্য কাছিমদের খবর নিত, খাবারের খোঁজে অন্যত্র চলে যেত।

দুটি চিল ডিগবাজী দিয়ে একেবারে নিচে চলে আসে। ওদের বললে কি তাকে নিয়ে যাবে না? ভাবে কাছিম।

চিল দু'টি মাটির কাছাকাছি এলে সে চিৎকার করে ওঠে।

ঃ চিল ভাই, চিল ভাই, দয়া করে আমার একটা কথা শোনো। আমাকে একটু আকাশটা দেখাও।

চিল দু'টি আবার উপরে উঠতে থাকে। তবে কি ওরা তার কথা শুনতে পায়নি? অবশ্য শব্দ করে সে কথা বলেনি। তাই হয়ত শুনতে পায়নি। কিন্তু, তার ইশারাও কি বুঝতে পারেনি? তারাতো ঠোঁট নড়লেই পরস্পরের কথা বুঝতে পারে।

মনমরা হয়ে যায় বুড়ো কাছিম। আকাশে উড়ার সখ তার কোনদিন পূরণ হবে না। অন্য কাছিমদের কাছে এ জীবনে তার যাওয়া হবে না।

চিল দু'টি আবার নিচে নামে। এবার ঠোঁট খুলে হিস হিস আওয়াজ তুলে চিলদের ডাকে কাছিম।

ঃ চিল ভাই, বুড়োর কথা একটু শোনো। আমাকে একটু আকাশে উড়াও। অন্য কোথাও নিয়ে যাও আমাকে।

www.pathagar.com

চিল দুটি গোঁত্তা দিয়ে কাছিমের কাছাকাছি এসে আবার উপরে যায়। আবার নিচে নামে। আম গাছের একটা নেড়া ডালে বসে। তারা জানি কি-বলাবলি করে। তারপর ঝাপটা দিয়ে মাটিতে নামে। এদিক সেদিক দেখে লাঠির মত একটা ডাল যোগাড় করে। ডালের দু'দিকে দুজনে ঠোঁট দিয়ে ধরে। তারপর উড়াল দিয়ে কাছিমের কাছে আসে।

www.pathagar.com

মাটিতে ডাল নামিয়ে রেখে এক চিল বলে, কোথায় যেতে চাও তুমি?

ঃ তোমাদের দেখে আমার আকাশে উড়তে বড় সখ হয়েছে। তোমরা দয়া করে আমাকে নিয়ে যাও।

ঃ শুধু আকাশে উড়বে? আর কোথাও যাবে না? অন্য চিল জিজ্ঞেস করে।

ঃ অন্য কাছিমরা যেখানে আছে সেখানে নিয়ে গেলে খুব ভাল হয়। তা হলে আমি বেঁচে যাই। কাচুমাচু করে বলে কাছিম।

ঃ বেশ, তাই হবে। তুমি ডালের মাঝখানে শক্ত করে কামড় দিয়ে ধর। সাবধান, উড়ার সময় কথা বলবে না, ঠোঁট খুলবে না।

চিল দুটি ওকে সতর্ক করে দেয়।

কাছিম আনন্দে আত্মহারা। সে বলে, তাই হবে। আমি কথা বলব না, শুধু চোখ দিয়ে দেখব।

ডালের মাঝখানে কাছিম শক্ত করে কামড়ে ধরে। আর দু'দিকে দুই চিল ঠোঁট দিয়ে চেঁপে ধরে। তারপর কয়েক কদম লাফিয়ে গিয়ে উড়াল দেয়। প্রথমে কাছিমের মাথা ঘুরে। কিছুক্ষণ সে ঝাপসা দেখে। ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যায়। অবাক হয়ে চারদিক দেখে।

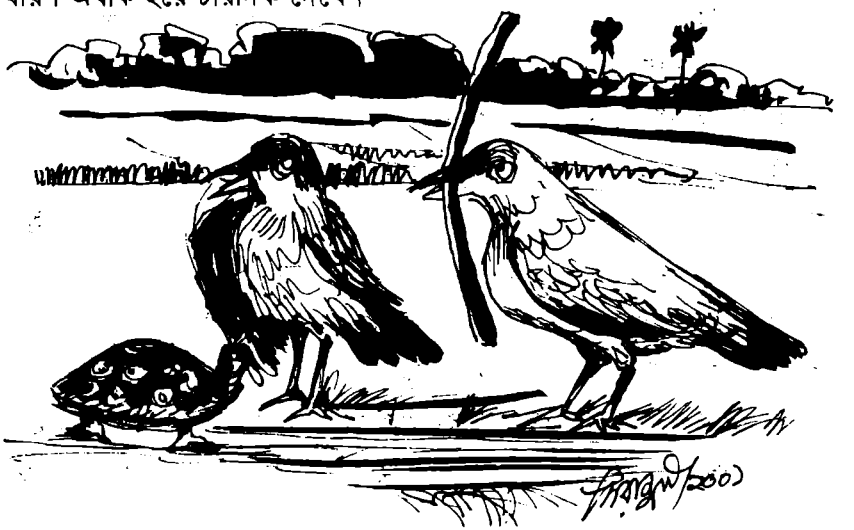

www.pathagar.com

নিচে থেকে খুব নীল মনে হলেও এখন আর আকাশ তেমন নীল দেখায় না। আরও উপরে সাদা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। নিচে মাঠ ঘাট বনানী ছাড়িয়ে তারা এগিয়ে চলেছে।

বাড়িঘর খুব ছোট মনে হয়। ছোট ছোট ডোবা, নদীনালা চোখে পড়ে। তবে বড় দিঘি বা নদী দেখা যায় না। তাই বোধ হয় দেশে পানির অভাব। অন্য কাছিমরা যে কোথায় থাকে কে জানে।

দিব্যি উড়ে চলেছে চিল দু'টি। তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জিজ্ঞেস করতে চায়। হঠাৎ মনে পড়ে ওদের সাবধান বাণী। মুখ খুললে আর উপায় নেই। এত উঁচু থেকে মাটিতে পড়লে বাঁচা সম্ভব নয়। সতর্ক হয় কাছিম।

কাছিমের মনে খুব আনন্দ। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শরীর চাঙ্গা মনে হয়। ভাবে, আকাশে থাকতে পারলে মন্দ হত না।

নিচে চেয়ে দেখে, স্কুলের ছেলেরা বল খেলছে। রাখালরা মাঠে গরু চড়াচ্ছে। চাষীরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিচেছ। কলসী কাঁখে বধুরা নদী থেকে পানি আনতে যাচ্ছে। নদীতে জেলে মাছ ধরছে। মাঝি নৌকা বেয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

নিচে সব কিছু ছোট দেখা যায়। নিজেকে খুব বড় মনে হয় কাছিমের। একবার কিছুটা নিচে নেমে আসে চিল দুটি। মাঠে মানুষ গরু সব স্পষ্ট দেখা যায়। গরু ঘাস খাচ্ছে। ছেলেরা ডাংগুলি খেলছে।

হঠাৎ আকাশে অদ্ভুত দৃশ্য দেখে একটি ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে।

ঃ দ্যাখ্, দ্যাখ্ কাছিম উড়ে যাচ্ছে।

ঃ ফাজলামো করছিস! কাছিম কেমন করে আকাশে উড়ে?

কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। সত্যি সত্যি দুই চিলের সংগে একটি কাছিম উড়ে যাচ্ছে। ওরা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে।

ঃ কাছিম উড়ে যাচ্ছে। দ্যাখ, কাছিম উড়ছে আকাশে।

ওদের কথায় কাছিম মজা পায়। তাকে উড়তে দেখে ছেলেরা বোকা বনেছে। অহংকারে বুক ফুলে যায় কাছিমের।

www.pathagar.com

ঃ এই কাছিম, কেমন করে উড়ছিস? ধর, কাছিমকে ধর।

ছেলেরা চিৎকার করে বলে আর পেছনে পেছনে দৌড়ায়।

হুঁ, তাকে ধরবে ছেলেরা। সে কি আর তাদের নাগালের মধ্যে আছে। ছোকড়াদের লাফালাফি দেখে বিরক্ত হয় কাছিম।

www.pathagar.com

ছেলেরা ঢিল ছুড়তে শুরু করে। এবার আর রাগ সামলাতে পারে না কাছিম। বলতে চায়, কত সাহস তোদের, আমাকে ধরবি?

যেই ঠোঁট একটু ফাঁক করেছে, অমনি ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়তে থাকে কাছিম। চিল দু'টি ডাল ফেলে দিয়ে ওর সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু কিছু করতে পারে না। ধপাস করে মাটিতে পড়ে বুড়ো ভারী কাছিম।

ছেলেরা হৈ হৈ করে দৌড়ে আসে। ভাবে, কাছিমকে নিয়ে মজা করা যাবে। কাছে এসে নিরাশ হয়। কেমন নিথর হয়ে পড়ে আছে কাছিম। ওটাকে নিয়ে কি আর খেলা করা যাবে? নেড়ে চেড়ে দেখে। মনে হয় মরে গেছে।

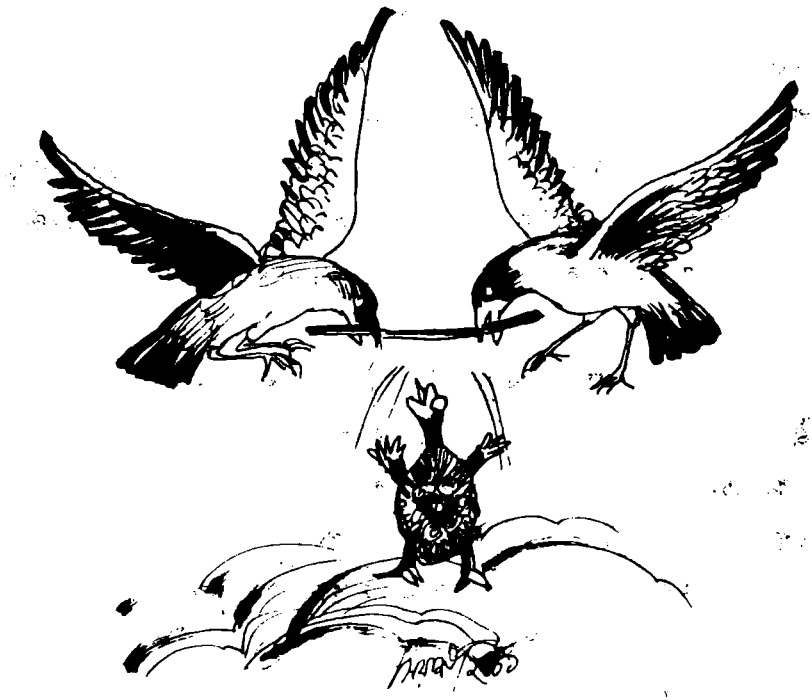

www.pathagar.com

একজন বলে, দৌড়ে যা, পানি নিয়ে আয়। পানি পেলে হয়ত বাঁচতে পারে। দু'তিনটি ছেলে দৌড়ে গিয়ে নদী থেকে পানি নিয়ে আসে। কাছিমের মাথায় গায়ে ওরা পানি ঢালে। তবু নড়ে না কাছিমটা। একজন সাহস করে উল্টে পাল্টে দেখে। মনে হয় সত্যি মরে গেছে কাছিমটা।

ছেলেদের মনে খুব দুঃখ হয়। অনুতাপ হয়। ওরা চেঁচামেচি না করলে হয়ত কাছিম পড়ত না। একটু নিচু জায়গায় গর্ত করে ওরা কাছিমকে শুইয়ে দেয়। মাটি চাপা দেয়। ওদের আর খেলতে ইচ্ছা করে না। নীরবে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

চিল দু'টি এতক্ষণ আকাশে চক্কর দিচ্ছিল। এবার ওরাও বুঝতে পারে, কাছিমের জীবন অবসান হয়েছে। এখন আর ওদের কিছু করার নেই।

একটি চিল দুঃখ করে বলে, আমাদের সাবধান বাণী মনে রাখলে কাছিমের এই দশা হত না। অন্যটি বলে, অহংকারেই ওর পতন হল আর জীবন গেল।

চিল দু'টির মন বিষাদে ভরে যায়। তারা সে স্থান ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে যায়।

www.pathagar.com

কাছিম উড়ে আকাশে

আবুল ফজল শামসুজ্জামান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম – ঢাকা

www.pathagar.com